দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাংলাদেশ সম্পর্কে এমনেস্টি

১৯৯৪ সালে মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমন আইনের মাধ্যমে মূলত বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষই নির্যাতন-হয়রানির শিকার হয়েছে।

এমনেস্টির 'রিপোর্ট ১৯৯৫'-এ বলা হয়েছে : ১৯৯৪ সালের শুরু থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬৬৩ ব্যক্তিকে সন্ত্রাস দমন আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়। এদের বেশির ভাগ বিরোধী রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। হাইকোর্ট সন্ত্রাস দমন আইনে আটক ৮০ ভাগ ব্যক্তিরই আটকাদেশ বেআইনি বলে ঘোষণা করে।

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশী নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। পুলিশের নির্যাতনে পুলিশ ও বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকা অবস্থায় ৪০ জনেরও বেশি লোক মারা যায়।

গ্রাম্য সালিসের বিরুদ্ধে ওই সময়ে বাংলাদেশ সরকার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বেআইনি সালিস প্রথার মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার গুরুতরভাবে লংঘন করা হয়েছে। এমনেস্টি বাংলাদেশ সরকারকে তাগিদ দেয়ার পরও গত '৯৪ সালে বাস্তব কোন উদ্যোগ এ ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়নি।

অতি সম্প্রতি প্রকাশিত এমনেস্টির এই রিপোর্টের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারে মানবাধিকার লংঘনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয় : এই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে সরকার ও পাহাড়ি প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে কয়েক দফা। কিন্তু ওই বৈঠক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। এই অঞ্চলে অস্ত্রবিরতির মেয়াদ কয়েকবার বাড়ানো হয়েছে। একই সাথে অস্ত্রবিরতির চুক্তি লংঘন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার এক চুক্তি অনুযায়ী '৯৪-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়া পাহাড়ি শরণার্থী বাংলাদেশে ফিরতে শুরু করে। ৫৬ হাজার শরণার্থীর মধ্যে ৩ হাজার ৩শ' শরণার্থী জুলাই-আগস্ট মাসের মধ্যে দেশে ফেরে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে ফিরে আসা শরণার্থীদের সামান্য অংশ তাদের বাড়িতে জমিজমা ফিরে পায়।

পাহাড়ি প্রতিনিধিদের দাবি, শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের বিষয় আন্তর্জাতিকভাবে তদারকি করার ব্যবস্থা নেয়া হোক। সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কোন উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৯৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের নানিয়ারচরে ১২ থেকে ২০ জন পাহাড়ির হত্যাকান্ডের ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট ১৯৯৪ সালের শেষভাগের মধ্যেও প্রকাশ করা হয়নি।

রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারির শেষভাগ হতে বিরোধীদলীয় সদস্যরা সংসদ বয়কট শুরু করেন এবং বিরোধীদল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবি করে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিরোধীদলের দাবিকে অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক বলে বর্ণনা করে দাবি নাকচ করে দেন। এরপর বিরোধীদল ও ইসলামপন্থী মোর্চার আন্দোলন রাজনৈতিক সহিংসতার রূপ নেয়। গত ডিসেম্বর মাসে বিরোধীদলীয় সদস্যরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, পুলিশ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ গ্রুপগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। গত জুলাই মাসে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে চট্টগ্রামে জামাতে ইসলামি ও ইসলামিক সোসাইটির সঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন নিহত হয়। পুলিশ ওই বিক্ষোভে অংশ নেয়া শান্তিপূর্ণ কর্মীদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

সন্ত্রাস দমন আইনের অধীনে রংপুরে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ৩ জন ছাত্রকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। অপর ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয় জুনে। এদের মধ্যে ১৯ বছরের আশরাফ উদ্দিন আলমের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে ১১ই জুলাই রংপুর কারাগারে।

এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ১৯৯৪ সালে তসলিমা নাসরিনকে ইসলামি মৌলবাদীরা হত্যার হুমকি দেয়। তসলিমা নাসরিনকে হত্যা করার জন্য পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থের ঘোষণা করা হয়। ইসলামপন্থী গ্রুপগুলো বেশ কয়েকজন সাংবাদিকসহ অনেক নাগরিকের মৃত্যুদন্ড দাবি করে সহিংস প্রতিবাদে লিপ্ত হয়। তারা সংবাদপত্র অফিসে হামলা চালায় ও খবরের কাগজে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় লিপ্ত হয়। নারীদের উন্নয়ন ও তৎপরতায় কাজ করছে এমন কিছু বেসরকারি সংগঠন সংস্থা ও সংগঠনের কর্মী তাদের হামলার শিকার হয়।

ইসলামপন্থী ওই সংগঠনগুলো কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণাসহ ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের দাবিতেও সহিংস বিক্ষোভ তৎপরতায় লিপ্ত হয়। সেক্যুলারভিত্তিক সংগঠন ও ইসলামপন্থী গ্রুপগুলোর মধ্যকার সংঘর্ষে বেশকিছু লোকের মৃত্যু ঘটে।

রিপোর্টে বলা হয়, এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সরকারের কাছে সকল নিরপরাধ বন্দির অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেছে। নারীর অধিকার, যা কিনা ইসলাম পন্থী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে লংঘিত হচ্ছে, সেই অধিকার যথার্থভাবে সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে। তবে ১৯৯৪ সালে এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে কোন কার্যকরী সাড়া পাওয়া যায়নি।